বিশুদ্ধ ভক্তির আভাসমাত্রেও যে সকল পাপ বিনাশ করিয়া শ্রীভগবানের চরণকমলসান্নিধ্য প্রাপ্তি করায়, ইহা তো হইতেই পারে। কিন্তু অপরাধরূপে দেখা যায়, এমন বিশুদ্ধ ভক্তির আভাসেরও মহাপ্রভাব দেখিতে পাওয়া যায়। যেমন বিষ্ণুধর্ম্মে ভগবন্মন্ত্রের দ্বারা নিজ রক্ষাকারী কোনও ব্রাহ্মণের প্রতি রাক্ষসের উক্তিতে ইহাই পাওয়া যায়—

"ত্বামত্তু মাগতঃ ক্ষিপ্তো রক্ষয়া কৃতয়া ত্বয়া।
ত্বংসংস্পর্শাচ্চ মে ব্রহ্মন্ সাধ্বেতন্মনসি স্থিতম্॥"
"কা সা রক্ষা ন তাং বেদ্মি বেদ্মি নাস্যাঃ পরায়ণম্।
কিন্ত্বস্যাঃ সঙ্গমাসাদ্য নির্ব্বেদং প্রাপিতঃ পরম্॥"

হে ব্রাহ্মন! আমি তোমাকে ভক্ষণ করিতে আসিয়াছিলাম; কিন্তু তুমি যে রক্ষা বিধান করিয়াছ, তাহাতে আমি পাগল হইয়াছি। সেই রক্ষার সংস্পর্শে আমার হৃদয়ে এই পবিত্রভাবটি উদিত হইয়াছে; সেই রক্ষাটিই বা কি? এবং তাহার মূল আশ্রয়ই বা কি?—তাহা কিছুই জানি না। তবে এই মাত্র বুঝিতেছি যে—সেই রক্ষার সঙ্গ প্রাপ্ত হইয়া আমার হৃদয়ে পরম নির্ব্বেদ উপস্থাপিত করিয়াছে। এই প্রমাণে ব্রাহ্মণ-ভক্ষণে প্রবৃত্ত বলিয়া অপরাধী রাক্ষসের হৃদয়েও শ্রীভগবন্মন্ত্রে রক্ষিত ব্রাহ্মণ-দেহস্পর্শে তাহার হৃদয়ে পরম নির্ব্বেদ উপস্থিত হইয়াছিল। অথবা বিষ্ণুধর্ম্মাদি গ্রন্থে যেমন উল্লিখিত হইয়াছে যে—শ্রীভগবদ্গৃহে একটি মুষিক বাস করিত; সেই মুষিকটি প্রতিদিনই শ্রীমন্দিরের প্রদীপের তৈল পান করিত। একদিন দৈববশতঃ সেই প্রদীপের বর্ত্তি তাহার মুখের সংলগ্ন হওয়াতে বর্ত্তির অগ্রস্থিত অগ্নির তাপ মুখে লাগায় অত্যন্ত অধীর হইয়া শ্রীমূর্ত্তির সম্মুখে ছটফট্ করিয়া প্রাণত্যাগ করিলে শ্রীমন্দিরে দীপ প্রদানের ফলে পরজন্মে কোনও রাজমহিষীরূপে জন্মগ্রহণ করে। সেই মহীষীজন্মে বহু দীপপ্রদানাদি লক্ষণা-ভক্তিতে নিষ্ঠাপ্রাপ্ত হয়। পরে দেহান্তে সে শ্রীভগবদ্ধাম লাভ করিয়াছিল। এস্থলেও ঐ মুষিক প্রদীপের তৈল পান করিত বলিয়া অপরাধী হইয়াছিল, তথাপি প্রদীপের বর্ত্তির তুলা দাঁতে জড়াইয়া যাওয়ায় শ্রীমূর্ত্তির সম্মুখে ঐ প্রদীপ মুখে করিয়া প্রাণত্যাগ করায় শ্রীভগবন্মন্দিরে দীপপ্রদানরূপ ভক্তির আভাসেও শ্রীভগবদ্ধামপ্রাপ্তির দৃষ্টান্ত দেখান হইয়াছে। যেমন ব্রাহ্মপুরাণেও জন্মাষ্টমীব্রতমাহাত্ম্যে কোন এক জন্মাষ্টমীব্রতকারিণী দাসীর দুঃসঙ্গেও কোন এক ব্যক্তির শ্রীভগবৎ-প্রাপ্তির কথা উল্লিখিত আছে। এস্থলেও ঐ দাসীর দুঃসঙ্গটি অপরাধ হইলেও ঐ দাসীটি শ্রীজন্মাষ্টমীব্রত করিয়াছে বলিয়া ভক্তসংজ্ঞায় পরিগণিতা;